বোবা-দৃষ্টি

অরবিন্দ সিংহ

বড় বাবুর ঘরে ভিড় দেখে, রহমান দাড়িয়ে গেল। "ব্যাপার কি! এখনতো টিফিনের টাইম নয়! দেখি তো একটু!" যখন উকি দিয়ে দেখে, একজন ষাট-সত্তর বছরের এক বয়স্ক লোক তার মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে বলছেন, "বুকটা দেখাতো একটু।" ষোল-সতের বছরের মেয়েটা তখন নির্লজ্জের মত কামিজটা তুলে তার সুটোল পোড়া বুকটা দেখায়। কেউ কেউ মুখ নীচু করে। কেউ কেউ বিস্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কেউ কেউ ভাবে, "কি বাবা রে বাবা! নিজের মেয়েকে বলছে, 'বুকটা খুলে দেখা'।" যাই হোক এই ভাবতে ভাবতে ততক্ষণে ওরা বড় বাবুদের কাছ থেকে প্রায় একশ টাকার মতন সাহায্য নিয়ে বেড়িয়ে গেছে। মনে পড়তেই রহমান দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে তাদের কাছে পৌঁছে বলে, " ঐ যে দাদা, একটু দাড়ান তো। এই চিটিংবাজীর ব্যবসা কবে থেকে শুরু করেছেন?" ভদ্রলোক চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। আর মেয়েটা মুখ নীচু করে। ভদ্রলোক আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলেন, "কী ফালতু কথা বলছেন! মেয়ে আমার রান্না করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে যায়! তার চিকিৎসার জন্যে যদি সাহায্য চাই, সেটা কি চিটিংবাজী? সামান্য একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করতাম। এখন বয়েস হয়েছে বলে--।" রহমান এবার রাগরাগ ভঙ্গিমায় মিথ্যা মিশ্রিত করে বলে, "চুপ করুন। এক বছর ধরে আপনার মেয়ের পোড়া ঘা শুকালো না! আমি লাল বাজার থেকে এসেছি। সব সত্যি বলুন, নয়তো আমার সাথে চলুন।" মেয়েটা এবার মুখ তুলে দেখে। লোকটা তখন নরম গলায় বলেন,"চলুন ঐ গাছটার নীচে বসি। আমি একজন রিটায়ার্ড প্রাইমারী স্কুল মাস্টার। আজ বারো বছর ধরে কোন পেনসান পাচ্ছিনা। এখনো মেয়েদের বিয়ে দিতে পারিনি। স্ত্রী ঘরে বসে ঠোঙা বানায়। ছেলেটা বেকার। আমি ঘুরে ঘুরে লজেন্স বিক্রি করতাম, একদিন ঘরে বসে আছি, দেখি এই মেয়েটিকে নিয়ে তার মা এসে বলছে, "বাবু কিছু সাহায্য করুন না। মেয়েটার সারা শরীর পুড়ে গেছে।" এই বলে মেয়েটাকে বুকটা দেখাতে বলে। আর এও নিঃশঙ্কোচে বুকটা খুলে দেখায়। তখনি আমার মাথায় আসে যে, একে নিয়ে বেশ কিছু আয় করা যাবে। তাই সারাদিন যাই হয়, আধা-আধি ভাগ করে নি। আমারও সংসারটা চলে যায়। আর ওরও চিকিৎসাটা হয়ে যায়।" রহমান এবার মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা তোমার নামটা কি? " "আমার নাম লক্ষ্মী।" লক্ষ্মী সত্যি লক্ষ্মীর মতোই দেখতে। "লক্ষ্মী সত্যি করে বলো তো, তোমার এ অবস্থা কেমন করে হয়েছিল? " লক্ষ্মী আর কোন কথা বলে না। রহমান আবার একই প্রশ্ন করে। তবুও কিছু বলেনা। রহমান যখন তার চোখে চোখ রাখে, তখন দেখে লক্ষ্মীর চোখে জল। রহমানের উৎসুক মন আরো অস্থির হয়ে ওঠে। লক্ষ্মী এবার কাঁদতে কাঁদতে বলে, " মাবাবা আমায় বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের চাহিদা মত পণ দিতে পারেনি বলে, রোজ আমাকে অসহ্য কষ্ট দিত। আর মা বাবা তুলে কথা বলতো, গালাগাল দিত। একদিন আমি আর সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করি। আমিও তাদের মা বাবা তুলে কথা বলি। তো সেদিন রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় আমার বুকে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর ঐ সময় ঘরের জানালাটা খোলা ছিল। তারা খেয়াল করেনি। আমার

চিৎকার শুনে পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা ছুটে এসে আমাকে বাঁচায়। দাদাতো বিয়ে করে আলাদা থাকে। আমার বাবাতো নেই, তাই উনি বাবার মতো হয়ে ---।" রহমানের কণ্ঠ কেউ চেপে ধরে। তবুও প্রশ্ন করে, "তুমিতো বললে বছর দুয়েক হয়ে গেল, তা তোমার ঘাটা এখনও শুকালো না?" কোনো উত্তর নেই। ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকেন। রহমান এবার গম্ভীর গলায় বলে, "দেখছি সত্যি কথাটা বেরুবেনা। চলুন আপনারা আমার সাথে।" এবার মেয়েটা রহমানের পা ধরে বলে, "এমন ক্ষতি করবেননা দাদা, আমার মা বোন না খেয়ে মরবে।" এমন সময় ভদ্রলোকও এসে হাতটা ধরে বলেন ,"আমরা মরে যাব। সত্যি বলতে কী, মেয়েটার পোড়া ঘা কবে শুকিয়ে গেছে, শুধু পেটের জন্যে মেয়েটার বুকে, তুলো গাম আঁঠা কলা আর রং দিয়ে সাজিয়ে আমরা এই করে বেড়াই।" এই কথা শোনার পর রহমান বোবা হয়ে চেয়ে থাকে। আর তারা রহমানের বোবা দৃষ্টিটা মাড়িয়ে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা